Regd No. W B/MSD- 4

জঙ্গিপুর সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ, ১ অক্টোবর, ১৯৭৭

মূল্য : দশ পয়সা

সান্ধ্য টেলিগ্রাম

সাঁতার রেস বয়কট করুন

তাপস রায়

কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। সম্প্রতি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ও যে পদ্ধতি গ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন ও তার মধ্যের একজন বিশেষ আমলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ও সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হামলা চালিয়েছিল স্থানীয় অগ্নিফৌজ ক্লাবের উপর, ঠিক সেই ধরনেরই আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে এই দফায় রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের সমস্ত নাগরিকগণের সম্মানবোধের উপর। এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতার প্রতি সারা পৃথিবীর ক্রীড়ামোদী মানুষের শুভেচ্ছাকে কুক্ষিগত করা হয়েছে। অথচ ভাবা গিয়েছিল এই বিপুল উদ্দীপনাময় মুহূর্ত্তগুলির সমবন্টনে সমৃদ্ধ হবেন উদ্যমী-আগ্রহী তরুণেরা। যাঁরা ঐ সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরুর প্রথম বর্ষ থেকেই আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করে আছেন।

বিশেষ করে জঙ্গিপুরের আপামর সাধারণ মানুষের ঐ অনুষ্ঠানের প্রতি আছে বিপুল আগ্রহ ও সহযোগী মনোভাব; অনুষ্ঠানের মৌরসীপাট্টা প্রাপ্ত উদ্যোক্তরা এই আগ্রহের প্রতি অসৌজন্যতা প্রকাশ করেছেন, তাদের ভাবে ভাষায় ও কার্য্যে। অথচ জঙ্গিপুর এর মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনা নেহাৎ বন্ধ্যা ছিল না। এই প্রতিযোগিতা সরকারী অনুদান প্রাপ্ত হবার আগে এই এলাকার মানুষ ঐ ব্যাপারে বিপুল অর্থ সাহায্য করেছেন। কারণ এই দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে শুরু হয়। আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষ তাঁদের নৈতিক কর্ত্তব্য-বোধেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ১৯৭৬ সালের প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুবক শ্রীশিবশঙ্কর ভকত ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণ করেন ও দীর্ঘ জলপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে এলাকার মানুষের গর্বের উদ্রেক করেন স্বাভাবিকভাবেই। যেহেতু এটিই ছিল এলাকার যুবকের প্রথম সফল অংশ গ্রহণ, ফলে আরো অনেক সাঁতারু যুবক অনুপ্রাণিত হন এবং এই বৎসরে তাঁরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করলে, মাত্র তিনদিন আগে তাঁদের যোগদানের নিমিত্ত আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করে এক নির্মম স্বেচ্ছাচারিতার নজির সৃষ্টি করা হয়। স্বভাবতঃই জঙ্গিপুর এলাকার সমগ্র উৎসাহী মানুষ রুষে উঠেছেন। তাঁরা এর বিহিত চান। শুরু হয়েছে শ্লোগান, মিছিল, বিক্ষোভ ও সাময়িকভাবে অসহযোগিতা। এলাকার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রীড়ার মান উন্নয়ন করার জন্য সচেষ্ট আছেন, তাঁদের সমস্ত সদস্যগণ ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিগণ একত্রে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয় এই জন্যই যে, ঐ প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা বহরমপুরবাসী কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম 'বাস' ব্যবসায়ী শ্রীনিতাই বাগচী অংশ গ্রহণেচ্ছু স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে অপমানসূচক ভাষায় কথা বলেছেন; সামগ্রিকভাবে রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর এর নাম করে তাঁর সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন। পরবর্ত্তীকালে তারই সূত্র ধরে জঙ্গিপুরের প্রশাসনিক আমলা শ্রীশান্তি দত্ত কলঙ্কময় 'জরুরী অবস্থা'য় ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি ঐ বিক্ষোভকে পুলিশ দিয়ে দমন করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। যে মূল্যায়নের ভিত্তিতে অগ্নিফৌজ ক্লাবের উপর আক্রমণ ঘটেছে, ঠিক একই চিন্তায় আজ এই শহর এলাকার সমস্ত ক্রীড়ামোদীদের সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রতীক্ষার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। আক্রমণকারী সেই একই আমলা ও পাট্টাপ্রাপ্ত তথাকথিত খেলোয়াড় মনোভাবী শ্রীপ্রভাতেন্দু বাগচী (নিতাই বাগচী)।

বিক্ষুব্ধ যুবকবৃন্দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই সুরে এই বৎসর 'এশিয়ার দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা' বয়কট করুন।

সাঁতার সংস্থার তুঘলকী আচরণে জঙ্গিপুরে তুমুল বিক্ষোভ, মিছিল, সভা

বিমান হাজরাঃ আজ রাত্রির আঁধার পেরিয়ে ২ অক্টোবর প্রত্যুষে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট থেকে শুরু হবে এশিয়ার বৃহত্তম ৭৪·৪৮ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা। এখন ১ অক্টোবর বেলা ১২টা। মাত্র কিছুক্ষণ আগে পত্রিকা দপ্তরে 'মালতীকুঞ্জ' থেকে (নিতাই বাগচীর বাড়ী) যে ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্রটা এসে পৌঁছেছে, সেই সূত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সাঁতার অনুষ্ঠানের সংবাদটা জানতে পারা গেছে। কিন্তু গত দু'দিন ধরে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের সমস্ত ক্লাব ও সংগঠনের পক্ষ থেকে "মুর্শিদাবাদ সাঁতার সংস্থা"-র জঙ্গিপুর বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। মিছিল ও পথসভায় শহরের বিভিন্ন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাঁতার সংস্থার কর্মকর্ত্তাদের তুঘলকী আচরণ সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করেছেন। সর্ব্বশেষে গত রাত্রে মহকুমার জনৈক প্রশাসনিক কর্ত্তার বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে "জরুরী অবস্থা থাকলে দেখে নিতাম" —"পুলিশ দিয়ে সাঁতার চালাব"— এই সব উক্তি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এবং আজ বিকেল ৫টায় এ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে নাগরিকদের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সভা ডাকা হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় যে মিছিল রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে তাতে বেশ কয়েকটি অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। জঙ্গিপুর থেকে সাঁতার শুরু অথচ "জঙ্গিপুরে কোন ভদ্র মানুষ থাকে নাকি ?" —বহরমপুরের সন্তরণ সংস্থার জনৈক কর্মকর্ত্তার এই ধরনের অশালীন মন্তব্য এখানকার মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ করেছে। তাঁদের অভিযোগ—জনৈক নিতাই বাগচী খাতাকলমে সংস্থা রেখে বেনামে কর্ত্তা সেজে নাকি যা খুশী তাই করে চলেছেন। জঙ্গিপুরের ১০-১১টি ক্লাব থেকে একজন প্রতিনিধিও সংস্থায় নেওয়া হয়নি। এমন কি দু'জন প্রতিযোগীকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কোন কারণ না দর্শিয়ে। একজন প্রতিযোগী এ ব্যাপারে বহরমপুরে গেলে নিতাইবাবু ও জনৈক লালাবাবু তার সঙ্গে 'কুকুরের মত ব্যবহার' করেছেন। তার কোন কথা শোনা হয়নি। গতকাল রাত্রে বিক্ষোভ যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই সংস্থার সর্বময় কর্মকর্ত্তা নিতাই বাগচী রঘুনাথগঞ্জে আসেন। সেকেণ্ড অফিসার শান্তি দত্তের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করে রাত ১০টায় বহরমপুর ফিরে যান।

এদিকে এই সাঁতারকে ঘিরে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে তাতে সামিল হয়েছে রাধুনে ঠাকুর ও নৌকা চালকরা। নৌকা চালকদের ভয়, তাদের ওপর পুলিশী হামলা হতে পারে। 'নৌকা না চালালে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে কি না ?' —চেয়ারম্যানকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি সোজাসুজি তা নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, 'সাঁতারের সঙ্গে লাইসেন্স বাতিলের কোন সম্পর্ক নেই।' বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা নাগরিকদের কাছে সাঁতারে কোন রকম সহযোগিতা না করার আবেদন রেখেছেন। কয়েকজন কমিশনার "স্থানীয় সাঁতার কমিটি"-কে একটি 'চক্রান্তকারী গোষ্ঠী' বলে উল্লেখ করে তাঁদের কাজের তীব্র নিন্দা করেছেন। সব মিলিয়ে কালকে সাঁতার অনুষ্ঠানকে ঘিরে এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন মঞ্চ তৈরী হয়নি। বিক্ষোভের দরুণ আজ সন্ধ্যার পরিবর্তে প্রতিযোগীরা বহরমপুর থেকে কাল ভোর ৩টায় এখানে আসবেন বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধ করুন

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার বৃহত্তম (শুধু এশিয়ার কেন বিশ্বের বৃহত্তম) সন্তরণ প্রতিযোগিতা যেটা আমাদের জঙ্গিপুর থেকে প্রতি বছর গঙ্গাবক্ষে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৭৪ কিমি) হয়ে থাকে এবার সেই সাঁতার পরিচালকদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অসৌজন্য বোধ এমন পর্য্যায়ে পৌছেছে যে আমরা শুধু প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। বহরমপুরের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। ওখানকার একটা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সারা জেলায় প্রতিটি ক্ষেত্রে (আর, টি, এ থেকে পলিটিক্স) টাকার জোরে দাপিয়ে বেড়াবে মহারাজাদের হাতির মতো—এটা অসহ্য। ঘটনা সমস্ত বলা সম্ভব নয়, কারণ সে একটা রামায়ণ। তবে আমরা জঙ্গিপুরের সমস্ত যুবসংগঠন ও ক্লাবগুলি একত্রিত হয়ে সাধারণ মানুষসহ যাঁরা এই সাঁতারের বিভিন্ন দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁদের সকলকে এই অনুষ্ঠানে অসহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছি। এইজন্যে জনৈক বাগচী মশাই নাকি এখানকার কিছু ছেলেকে তাঁর বহরমপুরের 'কুঞ্জে' বসে বলেছেন, 'তোমাদেরকে পাঁচ মাস ধরে সাঁতার প্র্যাকটিস্ করতে কে বলেছে হে'—ইত্যাদি। তাঁর নির্দ্দেশে এবং এখানকার সাবকমিটির চেয়ারম্যান এস ডি ও এর সহযোগিতায় সবকিছু থেকে জঙ্গিপুরের সমস্ত মানুষকে জেলা সাঁতার কমিটি, এখানকার সাব কমিটি, ভলেনটিয়ার, পাইলট, জাজেস্ সবকিছু থেকে বাদ দিয়ে সবই বহরমপুর থেকে এনে করা হচ্ছে। সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত কথায় কথায় পুলিশের ভয় আমাদেরকে দেখিয়েছেন, জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ীকে তিনি গত রাত্রে বলেছেন, 'এটা এমারজেন্সি হলে সবকে হাজতে পুরে সাঁতার কোরতাম।' এঁরা জঙ্গিপুরের প্রশাসক! এখানকার সুখ দুঃখ-সম্মান, অপমানের ভাগী। কেন প্রতি বছর আমাদের ছেলেরা কুকুরের মতো এ নৌকা সে নৌকা দৌড়ে বেড়ায়? কেন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী সাঁতার প্রতিযোগী বহরমপুরে উঠে গেলেই আর কমিটির কারুর পাত্তা থাকে না বাকী প্রতিযোগীদের ব্যবস্থাপনার জন্যে? কেন যে স্থান থেকে সাঁতার আরম্ভ সেখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে তার জন্যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হবে না? কেন ২।৩ জন বাস মালিক যাঁরা কংগ্রেসের আমলে সঞ্জয় গান্ধীকে হাতীর দাঁতের নৌকা উপহার দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে গদগদ হয়ে ফটো তোলেন, তাঁরা বামফ্রন্ট সরকার গদীতে আসামাত্র লালঝাণ্ডার দলে ভিড়ে প্রশাসনকে কাজে লাগান এবং স্পোর্টসের ব্যাপারে হর্তাকর্তা সাজেন? মাননীয় জেলা শাসক যেখানে কর্তাব্যক্তিদের একজন সেখানে এখানকার এস ডি ও বা চেয়ারম্যান এঁদেরকে জেলা কমিটিতে নেওয়াটা একটা ন্যূনতম ভদ্রতা এটা কি ঐ কমিটিকে লিখিয়ে দিতে পারতেন না? জঙ্গিপুরের মানুষ চাঁদা দেবে চল্লিশ হাজার টাকা, খেটে দেবে, বন্দুকের আওয়াজ করে ষ্টার্ট দেবে আর হাততালি দেবে—ব্যস? এ চলতে পারে না; তাই আজ আমাদের এই বিক্ষোভ আর প্রতিরোধ।

স্বেচ্ছাচারই যুবকদের বিক্ষিপ্ত করেছে

সুশান্তকুমার পাণ্ডে, ডি পি, এড

যখন এই শহর এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি যুবক এলাকার খেলাধূলার মান উন্নয়ন ও তাকে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠা দিবার আয়োজন করছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক প্রচার অনুষ্ঠান ও সংগঠন গড়ার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময় এলাকার নিষ্ঠাবান ক্রীড়ামোদী যুবকবৃন্দকে ৭৪ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে ইচ্ছাকৃত ও নির্দয়ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হল। সাঁতার রেসের কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনের আমলা প্রভৃতিদের অশোভন আচরণ, অশালীন কথাবার্ত্তা ও অভ্যস্ত স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ সাধারণভাবেই যুবকগণকে ক্ষিপ্ত ও অশান্ত করে তুলেছে। স্বাভাবিক কারণেই আমরা এর জবাব চেয়েছি। আর অপর পক্ষ কোন সম্মানজনক জবাব না দিয়ে উল্টে অভদ্রজনোচিত কথাবার্ত্তা

জঙ্গিপুরে সুইমিং পুলের দাবি পদদলিত

সত্যনারায়ণ ভকত

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের যুব সম্প্রদায়কে অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক সম্ভাবনার দাবিকে পদদলিত করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থা। উপেক্ষিত সেই দাবিটি জঙ্গিপুরে সুইমিং পুল স্থাপন। ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত সাঁতার সংস্থার সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল: ব্যয় যথাসম্ভব সঙ্কোচন করা হবে এবং সাঁতার সংস্থার খরচ বাদ দিয়ে যে টাকা বাঁচবে তার ৫০ শতাংশ জঙ্গিপুরে সাঁতারের ব্যাপারে (সুইমিং পুল জাতীয়) খরচ করতে হবে। তদানীন্তন মহকুমা শাসক স্বয়ং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন। সভায় উপস্থিত সংস্থার একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, প্রস্তাব নিচ্ছেন নিন, কোন লাভ হবে না। প্রত্যুত্তরে তৎকালীন মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী বলেছিলেন, চাঁদার বেলায় জঙ্গিপুর মহকুমা, খাটনির সময় জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের ছেলেরা আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খরচের সময় বহরমপুর

বলেছেন। স্থানীয় মহকুমা শাসক এর দ্বিতীয় অফিসার স্বয়ং এই প্রতিবেদনকারীকে টেলিফোন মাধ্যমে পুলিশ-শক্তি প্রয়োগের হুমকী দিয়েছেন।

অথচ যুবকবৃন্দের মিলিত বিক্ষোভ কোনভাবেই অশোভন ও অশালীন হয়ে ওঠেনি, যে কারণে পুলিশী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে পারে।

এই সাঁতার সংস্থার সম্পর্কে নানান রকম অভিযোগ শোনা যায়। কখনো অর্থ নৈতিক ব্যাপারে, কখনো বা ঘৃণ্য গোষ্ঠীতন্ত্রের ব্যাপারে। জঙ্গিপুর শান্ত, সরল যুবকগণ বহুকাল ধরে ঐ সব সহ্য করে এসেছেন এবং সহ্যসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার পর আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। এই ব্যাপারে সমস্ত মানুষ, যাঁরা ক্রীড়াঙ্গনে গোষ্ঠীতন্ত্র ও অর্থ নৈতিক অপরাধ, অভদ্র আচরণ, অশালীন প্রকাশের বিরুদ্ধে; তাঁরা সবাই বিক্ষুব্ধ যুবকগণের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে 'সন্তরণ সংস্থা'কে যথার্থ রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য করান।

তথা আপনারা? ও সব হবে না মশাই। যদি আমাদের প্রস্তাব মানতে রাজি না হন তবে আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবো না।

শহরের দলমতনির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক যুবকের মধ্যে আজ যে অসহযোগিতার মনোভাব আমরা দেখলাম, তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল গত বছরের ওই সভায়। অনেকের কাছেই বিষয়টি অজ্ঞাতছিল। সেদিন সাঁতার সংস্থার সেই কর্মকর্তার মুখ থেকে যে কথা শুনেছিলাম, তাঁর প্রতিফলন ঘটতে দেখলাম এবার। এবার তাঁরা প্রমাণ করলেন, শুধু জঙ্গিপুরে সুইমিং পুলের প্রস্তাবকে পদদলিত করে তাঁরা ক্ষান্ত হতে চান না, তাঁরা চান শহরের যুবকদের মাথায় হাত বুলিয়ে ফী সন নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে। সুখের বিষয়, জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের যুবকরা সম্মিলিতভাবে সাঁতার সংস্থার কৌশল চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

সাঁতার হোক, কে না চায়? সবাই চায়, আমরাও চাই। তাই বলে সাঁতারের নামে জঙ্গিপুরের বৃহত্তর স্বার্থের দাবিকে নস্যাৎ করার বা যুবকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আখের গোছানোর স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে সেই স্বেচ্ছাচার যদি প্রত্যেক বছর ঘটতে থাকে।

আগামীকাল জঙ্গিপুর থেকে ৩৪তম সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশ্বের বৃহত্তম এই সাঁতার প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে সংস্থাকে তিন দফা দাবি মেনে নিতেই হবে। (১) জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের যুব সম্প্রদায়কে অবহেলা করা চলবে না (২) জঙ্গিপুরে সুইমিং পুল তৈরীর জন্য মোট উদ্বৃত্তের ৫০% টাকা দিতে হবে এবং (৩) এই প্রতিযোগিতাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে। বিকল্প কোন প্রতিশ্রুতি অজুহাতের সামিল হবে। এবং আর কোন অজুহাতই তারুণ্যের আজকের গতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। আজকের সম্মিলিত বাধা দান তারই পূর্বাভাস।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।